মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত ভোক্তা-অধিকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

-: সূচিপত্র :-

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	১
০২	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)	১-২
০৩	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কার্যাবলি	২
০৪	**প্রশাসনিক কার্যাবলি**	
	অধিদপ্তরের জনবল	২
	কার্যালয় স্থাপন	৩
০৫	ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য, অপরাধ ও দন্ড	৪-৫
০৬	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)	৫-১১
০৭	**জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	
	বাজার তদারকি কার্যক্রম	১১-১২
	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আদায়কৃত জরিমানা	১২-১৩
	ভোক্তা কর্তৃক দায়েরকৃত লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তিকরণ	১৩-১৪
	গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম	১৪
	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ই-নটিফিকেশন	১৪
	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	১৫
	১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন	১৫-১৬
	৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' উদযাপন	১৬-১৭
	বাজার তদারকির ক্ষেত্রে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যৌথভাবে কর্মসম্পাদন	১৭
	পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	
	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ	১৮-১৯
	পরিষদের সভা অনুষ্ঠান	১৯
	পরিষদ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ	২০
	পরিষদ তহবিলের হিসাব বিবরণী	২১-২৩
	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম	২৪-২৫
	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২৫-৩৫
০৮	**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা**	৩৬
০৯	**উপসংহার**	৩৭
১০	২৭/০৯/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ সভার কার্যবিবরণী	৩৮-৪৯

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে ২০০৯ সালে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন' প্রণয়ন করা হয় এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। শুরু হয় এ অধিদপ্তরের আনুষ্ঠানিক পথ চলা। বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে ভোক্তা-অধিকার সমুন্নত রাখতে অনিবার্য এক আইন হিসেবে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে সারা দেশে। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনের কারণে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিও এ আইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সচিব মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জনস্বার্থে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করে চলেছে।

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর অধীনে নিম্নোক্ত বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে:

- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০;
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০;
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ (সংশোধনী);
- জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২;
- ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ) বিধিমালা, ২০২০।

ভোক্তা-অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ ফোরাম **'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ'**। সকল জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট **'জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি'**, প্রবিধান ২০১৩ অনুসারে সকল উপজেলায় উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট **'উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি'** এবং সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট **'ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি'** গঠন করা হয়েছে। এসকল কমিটি মাসিক সভা ছাড়াও ভোক্তা-অধিকার ও ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয়ে সেমিনার এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন করে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের প্রচার তৃণমূল পর্যায়ের ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ অধিদপ্তর সীমিত সংখ্যক জনবল দ্বারা দেশব্যাপী ভোক্তা-অধিকারকে সুরক্ষিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে সাধারণ ছুটি চলাকালে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় রাখতে দেশব্যাপী নিয়মিত বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালনের কারণে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় এ অধিদপ্তরের ওপর মানুষের আস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

রূপকল্প (Vision) : ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়নে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ, প্রচারণা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ।

উদ্দেশ্য (Objectives) :

১। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
২। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ;
৩। ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি (প্রতিকার)।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কার্যাবলি

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর ধারা ৮ অনুযায়ী পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

"(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে মহাপরিচালক ও জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান;
(খ) প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
(গ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা এবং মতামত প্রদান;
(ঘ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;
(ঙ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
(চ) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের সুফল এবং ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
(জ) অধিদপ্তর, মহাপরিচালক এবং জেলা কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ; এবং
(ঝ) উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।"

প্রশাসনিক কার্যাবলি

অধিদপ্তরের জনবল

১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
অধিদপ্তর	২৪০	প্রেষণে নিয়োজিত: ৫জন নন-ক্যাডার পদে (৬ষ্ঠ গ্রেড): ৮জন নন-ক্যাডার পদে (৯ম গ্রেড): ৭১ জন ১০ম গ্রেড: ১জন ১৩তম-১৬তম গ্রেড: ৭৬জন ১৯তম -২০তম: ৩১জন	৪৮
মোট	২৪০	১৯২জন	৪৮

২। শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	৯ম গ্রেডের পদ	১০ গ্রেডের পদ	১৩তম-১৬তম গ্রেডের পদ	১৯তম-২০তম গ্রেডের পদ	মোট	মন্তব্য
নাই	১৭	২	২৯	-	৪৮	-

অধিদপ্তরের গুরুত্ব বিবেচনায় অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন ধরণের ১৪৮টি পদ সৃজন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কার্যালয় স্থাপন

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের টিওএন্ডই-তে প্রধান কার্যালয়সহ ৭ (সাত) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪ (চৌষট্টি) টি জেলা কার্যালয় স্থাপনের অনুমোদন বিদ্যমান রয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রধান কার্যালয়, ৭ (সাত) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪ (চৌষট্টি) টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে কর্মকর্তা স্বল্পতার কারণে ৫৩টি জেলায় ৫৩ জন সহকারী পরিচালককে পদায়ন করা হয়েছে। অন্য ১১টি জেলায় ১১ জন সহকারী পরিচালককে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে।

ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য, অপরাধ ও দন্ড

ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সংঘটিত হলে এবং তা অপরাধ হিসেবে প্রমাণিত হলে অপরাধের ধরণ বিবেচনায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) থেকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) পর্যন্ত অর্থদন্ড ও ০১ (এক) বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া একই অপরাধ পুনঃসংঘটনের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডের দ্বিগুণ দন্ড প্রদানের বিধান রয়েছে। সংঘটিত অপরাধ ও আরোপযোগ্য দন্ডের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধারা	ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দন্ড
৩৭	**পণ্যের মোড়ক ইত্যাদি ব্যবহার না করা:** কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহারবিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৩৮	**মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা:** কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান স্থানে পণ্যের মূল্য তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৩৯	**সেবার মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন না করা:** কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যে তালিকা সংরক্ষণ না করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪০	**ধার্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয়:** কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪১	**ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়:** জ্ঞাতসারে ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪২	**খাদ্য পণ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের মিশ্রণ:** মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য, কোন খাদ্য পণ্যের সহিত যার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, উক্তরূপ দ্রব্য কোন খাদ্য পণ্যের সহিত মিশ্রিত করা।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪৩	**অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ:** মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কোন পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা।	অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪৪	**মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা:** কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

ধারা	ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড
৪৫	**প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা:** প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪৬	**ওজনে কারচুপি:** কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত ওজন অপেক্ষা কম ওজনের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪৭	**বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি:** কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওজন পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে প্রকৃত ওজন অপেক্ষা অতিরিক্ত ওজন প্রদর্শিত হওয়া।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪৮	**পরিমাপে কারচুপি:** কোন পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয়কালে ভোক্তাকে প্রতিশ্রুত পরিমাপ অপেক্ষা কম পরিমাপের পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৪৯	**দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি:** কোন পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোন দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈর্ঘ্য পরিমাপের কার্যে ব্যবহৃত পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫০	**পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন:** কোন পণ্যের নকল প্রস্তুত বা উৎপাদন করা।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫১	**মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয়:** মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা।	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫২	**সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য:** কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত বিধি-নিষেধ অমান্য করে সেবা গ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এমন কোন কার্য করা।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫৩	**অবহেলা, ইত্যাদি দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য, জীবনহানি, ইত্যাদি ঘটানো:** কোন সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অবহেলা, দায়িত্বহীনতা বা অসতর্কতা দ্বারা সেবা গ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য বা জীবনহানি ঘটানো।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫৪	**মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের:** কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী বা সেবা প্রদানকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
৫৫	**অপরাধ পুনঃসংঘটন:** ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক পুনরায় একই অপরাধ করা।	সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড।

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এ শুধু ভোক্তাকে সুরক্ষিত করা হয়নি একইসাথে সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ভোক্তা কর্তৃক মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের জন্যও শাস্তির **(সর্বোচ্চ ০৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০,০০০/- টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড)** বিধান রয়েছে। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একদিকে যেমন ভোক্তা-বান্ধব অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ী-বান্ধবও বটে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

১. ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision) : ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) : 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়নে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১) নাগরিক সেবা

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ দায়ের, পরিচালনা ও নিষ্পত্তি। নিম্নের কাজগুলো ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হবে: ক। নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন পণ্য, ঔষধ বা সেবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; খ। জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; গ। স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যপণ্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; ঘ। মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা; ঙ। প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করা;	অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথ বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক অভিযোগসমূহের তদন্ত ও নিষ্পত্তিকরণ।	**<u>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:</u>** ক) অভিযোগ লিখিত হতে হবে। খ) অভিযোগকারীকে অভিযোগ দাখিলের সময় তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করতে হবে। গ) অভিযোগের সাথে যথাযথ প্রমাণ (ভাউচার) ও নমুনা দাখিল করতে হবে। ঘ) অপরাধ সংঘটনের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। **<u>তথ্যপ্রাপ্তি স্থান:</u>** অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, হটলাইন (১৬১২১), প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ।	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	চ। ওজনে এবং বাটখারা বা ওজন পরিমাপক যন্ত্রে কারচুপি করা; ছ। পরিমাপে এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপক ফিতা বা অন্য কিছুতে কারচুপি করা; জ। কোন নকল পণ্য বা ঔষধ প্রস্তুত বা উৎপাদন করা; ঝ। মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বা ঔষধ বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা; ঞ। নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন কার্য করা যাতে সেবাগ্রহীতার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে; ট। অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করা; ঠ। অবহেলা, দায়িত্বহীনতা দ্বারা সেবাগ্রহীতার অর্থ, স্বাস্থ্য জীবনহানী ঘটানো; ড। কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়কের গায়ে পণ্যের উপাদান,সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা; ঢ। আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকায়ে প্রদর্শন না করা;				

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	ণ। আইনানুগ বাধ্যবাধকতা অমান্য করে দোকান বা প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্যের তালিকা সংরক্ষণ না করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে বা সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে উক্ত তালিকা লটকিয়ে প্রদর্শন না করা।				

২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন ভোক্তা সংস্থা/সংশ্লিষ্ট পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী)

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগ দায়ের, পরিচালনা ও নিষ্পত্তি।	অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথ বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক অভিযোগসমূহের তদন্ত ও নিষ্পত্তিকরণ।	**<u>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:</u>** ক) অভিযোগ লিখিত হতে হবে। খ) অভিযোগকারীকে অভিযোগ দাখিলের সময় তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করতে হবে। গ) অভিযোগের সাথে যথাযথ প্রমাণ (ভাউচার) ও নমুনা দাখিল করতে হবে। ঘ) অপরাধ সংঘটনের কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। **<u>তথ্য প্রাপ্তিস্থান:</u>** অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, হটলাইন (১৬১২১), প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ।	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস
২	সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ /ওয়ার্কশপে কর্মকর্তা মনোনয়ন/যোগদান	পত্রের মাধ্যমে/হাতে হাতে	সেবা প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণ বা অনুরোধ পত্র	বিনামূল্যে	নির্ধারিত কার্যদিবস

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. সাদা কাগজে আবেদন পত্র; খ. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস থেকে প্রত্যয়ন (গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) এবং গ. সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন (নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) **প্রাপ্তিস্থান:** সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস
২	অর্জিত ছুটি মঞ্জুর (বহিঃবাংলাদেশ)	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. সাদা কাগজে আবেদন পত্র; খ. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস থেকে প্রত্যয়ন (গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) এবং গ. সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন (নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) **প্রাপ্তিস্থান:** সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩	শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. সাদা কাগজে আবেদন পত্র; খ. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৩৯৫) সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস থেকে প্রত্যয়ন (গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) এবং গ. সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতনের প্রত্যয়ন পত্র (নন গেজেটেড কর্মচারীদের ক্ষেত্রে) **প্রাপ্তিস্থান:** সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস
৪	নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর।	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. সাদা কাগজে আবেদন পত্র এবং খ. মেডিক্যাল সনদ **প্রাপ্তিস্থান:** সিভিল সার্জনের অফিস বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের হাসপাতাল বা ক্লিনিক।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস
৫	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল থেকে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৬৩৯) (গেজেটেড/নন-গেজেটেড) এবং খ. সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণীর মূলকপি (সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস কর্তৃক প্রদত্ত)। **প্রাপ্তিস্থান:** সংশ্লিষ্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিস।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬	চাকরি স্থায়ীকরণ (নন-ক্যাডার)	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী) অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি।	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. সাদা কাগজে আবেদন পত্র এবং খ. হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (পদোন্নতির ক্ষেত্রে ০১ বছর এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ০২ বছরের এসিআর)। **প্রাপ্তিস্থান:** প্রধান কার্যালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস
৭	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণভাতাসহ অন্যান্য ভাতা মঞ্জুর।	নির্ধারিত ফরমে আবেদনের ভিত্তিতে	**প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** ক. ভ্রমণসূচি। খ. ভ্রমণ বৃত্তান্ত। গ. বাজেট বরাদ্দ। ঘ. নির্ধারিত ফরমে বিল দাখিল। **প্রাপ্তিস্থান:** প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও ওয়েবসাইট।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস

৩) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেনস চার্টার লিঙ্ক আকারে যুক্ত করতে হবে: প্রযোজ্য নহে।

৪) আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	অভিযোগটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে।
২	অভিযোগকারী অভিযোগ দায়েরের সময় আবশ্যিকভাবে তাঁর পূর্ণ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করবেন অথবা নির্ধারিত ফরমে সম্পূর্ণভাবে পূরণকৃত আবেদন জমা প্রদান করবেন।
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা।
৪	আবেদন ফর্মের সাথে প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণাদি জমা প্রদান; যেমন: অভিযোগের সাথে যথাযথ প্রমাণ ও নমুনা দাখিল করতে হবে।
৫	কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা।
৬	শুনানির জন্য ধার্য্যকৃত তারিখ ও নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা।
৭	সেবা গ্রহণের জন্য অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা।

৫) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

কোন নাগরিক (ভোক্তা) কোন কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেলে বা সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে তাঁর সমস্যা অবহিত করতে পারেন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবে	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফোন: +৮৮০ ২ ৮১৮৯০৪৫ ইমেইল: dir-admin@dncrp.gov.bd ওয়েব: www.dncrp.gov.bd	তিন মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১) ভবন নম্বর- ০৩, কক্ষ নম্বর- ২৪, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ফোন: +৮৮০ ২ ৯৫১১০২৮ ইমেইল: js.admn1@mincom.gov.bd ওয়েব: www.mincom.gov.bd	এক মাস
৩	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নম্বর গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাজার তদারকি কার্যক্রম

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর ধারা ২১ অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আইনটির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যসমূহ সরেজমিনে তদারকি করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে অধিদপ্তরের মোবাইল টিম মাসিক কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর ধারা ৫৭ অনুযায়ী এ আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য। ধারা ৬০ অনুসারে কারণ উদ্ভব হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ এবং ধারা ৬১ মোতাবেক লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে ফৌজদারী মামলা দায়েরের লক্ষ্যে অভিযোগপত্র দাখিল করতে হবে। ধারা ৬৩ অনুসারে বিচারে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে এ আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করতে পারবেন। এ আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধ ও দন্ডের বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড প্রদানসহ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অবৈধ পণ্য বা পণ্য প্রস্তুতের উপাদান, সামগ্রী ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ করতে পারবেন।

ধারা ৭০ এ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ধারা ৭০ এর বিধান নিম্নরূপ

"৭০। অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা।- (১) এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধকল্পে বা ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই আইনের চতুর্থ অধ্যায় এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, সমীচীন মনে করিলে দোষী ব্যক্তির

বিরুদ্ধে, দন্ড আরোপ না করিয়া এবং ফৌজদারী মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া, কেবল জরিমানা আরোপ, ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্ব্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না।
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোন জরিমানার ক্ষেত্রে অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানমতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দন্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।''

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আদায়কৃত জরিমানা

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর অধীন ৬ এপ্রিল ২০১০ থেকে বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরেজমিনে বাজার তদারকি এবং ভোক্তাদের লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করে থাকেন। নিম্নে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

ক্র: নং	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	মোট জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫ % হিসাবে প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা (জন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	৮= (৫+৭)	(৯)	(১০)
১	২০০৯-১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০/-	-	-	১,৬৫,৫০০/-	-	-
২	২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০/-	-	-
৩	২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৬৯,৫৪,৩০০/-	৮	২,১০,০০০/-	২,৭১,৬৪,৩০০/-	৫২,৫০০/-	৮
৪	২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,০৯,৩৪,৫০০/-	২৯	৪,৩৫,০০০/-	২,১৩,৬৯,৫০০/-	১,০৮,৭৫০/-	২৯
৫	২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৫,২৫,১০০/-	১৭	২,০৬,০০০/-	১,৭৭,৩১,১০০/-	৫১,৫০০/-	১৭
৬	২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	১,৯৫,৮৬,৩৫০/-	১০৭	৭,৫৪,০০০/-	২,০৩,৪০,৩৫০/-	১,৮৮,৫০০/-	১০৭
৭	২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,১১,৬৬,৫৫০/-	১৯৪	১২,১৫,৫০০/-	৩,২৩,৮২,০৫০/-	২,৯৩,৮৭৫/-	১৯২
৮	২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,২৪,৭৬,৫৯২/-	১৪২৩	৬২,৩২,৭০৮/-	৬,৮৭,০৯,৩০০/-	১৫,৫১,৬৭৭/-	১৪২০
৯	২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১২,৫২,৮১,৭০০/-	১৯৩৪	১,৬১,৯৬,৫০০/-	১৪,১৪,৭৮,২০০/-	৩৯,৪০,৫০০/-	১৯১০
১০	২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৪,৭৪,৩৩,০৫০/-	১৪৬৯	৯৮,০৪,৮০০/-	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-	২৪,৩৮,৮২৫/-	১৪৩৬
১১	২০১৯-২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,০৫,৩৩,৮০০/-	১০৬৯	৮৬,১৩,৪০০/-	১১,৯১,৪৭,২০০/-	২১,২৬,৭২৫/-	১০৫৫
১২	২০২০-২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩,৩৬,০৩,৭০০/-	৬৮৫	৪৭,০৪,৬০০/-	১৩,৮৩,০৮,৩০০/-	১১,৬৮,২৭৫/-	৬৭১
	সর্বমোট	**৪৩২০৯**	**১০৩৩৪৭**	**৭১,২৬,২২,৪৪২/-**	**৬৯৩৫**	**৪,৮৩,৭২,৫০৮/-**	**৭৬,০৯,৯৪,৯৫০/-**	**১,১৯,২১,১২৭/-**	**৬৮৪৫**

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিম ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১৯৫৩ টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যমে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ২২৯৯৬ টি দোকান, কারখানা, ফার্মেসী ও হোটেলকে সর্বমোট ১৩,৩৬,০৩,৭০০/- (তেরো কোটি ছত্রিশ লক্ষ তিন হাজার সাতশত) টাকা এবং ভোক্তাদের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৬৮৫ টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৭,০৪,৬০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ চার হাজার ছয়শত) টাকাসহ মোট ১৩,৮৩,০৮,৩০০/- (তেরো কোটি তিরাশি লক্ষ আট হাজার তিনশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করেছে।

বাজার তদারকিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ, র‍্যাব ও এপিবিএন), এফবিসিসিআই, বিএসটিআই, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিসিএসআইআর, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, ক্যাব, সংশ্লিষ্ট জেলা বণিক সমিতি এবং বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করে তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভোক্তা কর্তৃক দায়েরকৃত লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তিকরণ

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর ধারা ২(২) অনুযায়ী 'অভিযোগ' অর্থ হলো এ আইনের অধীন নির্ধারিত ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কোন কার্যের জন্য কোন বিক্রেতার (কোন পণ্যের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা) বিরুদ্ধে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ। ধারা ৭৬ মোতাবেক যে কোন ব্যক্তি, যিনি, সাধারণভাবে একজন ভোক্তা বা ভোক্তা হতে পারেন এ আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে অভিযোগটি অনুসন্ধান বা তদন্ত করবেন। তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হলে মহাপরিচালক বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী ব্যক্তিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করতে পারবেন। আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগকারীকে প্রদান করতে হবে। অভিযোগকারী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হলে তাঁর জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা, ২০১০' এর বিধি ১২ এর বিধান নিম্নরূপ:

"১২। অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তিকরণ (১) আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগকারী ভোক্তা- অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে বা ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে প্রতিকার চাহিয়া যে কোন সময় ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে অধিদপ্তরের নির্ধারিত সেল ফোনে এসএমএস করে, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতা ও মাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ফ্যাক্স ও ই-মেইল (যদি থাকে) এবং পেশা উল্লেখ করিবেন।

(২) অভিযোগকারী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ আমলযোগ্য হইলে মহাপরিচালক বা এতদসম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন এবং আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করিলে তাহার বিরুদ্ধে দেশে প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।''

লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণী

ক্রমিক	অর্থবছর	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	নিষ্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)	অনিষ্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)
১	২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত	১৭৯	১৭৯	-
২	২০১৪-২০১৫	২৬৪	২৬৪	-
৩	২০১৫-২০১৬	৬৬২	৬৬২	-
৪	২০১৬-২০১৭	৬১৪০	৬১৪০	-
৫	২০১৭-২০১৮	৯০১৯	৯০১৯	-

ক্রমিক	অর্থবছর	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	নিষ্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)	অনিষ্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)
৬	২০১৮-২০১৯	৭৫১৫	৭৫১৫	-
৭	২০১৯-২০২০	৯১৯৫	৯১৯৫	-
৮	২০২০-২০২১	১৪৯১০	১১৬২৩	৩২৮৭
	মোট	**৪৭৮৮৪**	**৪৪৫৯৭**	**৩২৮৭**

গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত বাজার তদারকি, ভোক্তাদের লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানী/সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার/মতবিনিময় সভা আয়োজনসহ নিয়মিত পোস্টার/লিফলেট/প্যাম্ফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এসকল জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ ভোক্তাগণ তাদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে আগের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখছেন। নিম্নে অর্থবছর অনুযায়ী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	অর্থবছর	গণশুনানী/ সচেতনতামূলক সভা (সংখ্যা)	মতবিনিময় সভা/ সেমিনার	পোস্টার (সংখ্যা)	প্যাম্ফলেট (সংখ্যা)	লিফলেট (সংখ্যা)	ষ্টিকার (সংখ্যা)	ক্যালেন্ডার (সংখ্যা)
১	২০০৯-১০	-	-	১০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	-	-
২	২০১০-১১	-	-	১২,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০	-	-
৩	২০১১-১২	-	-	১২,০০০	৪০,০০০	৩৫,০০০	-	-
৪	২০১২-১৩	-	-	১৫,০০০	৬০,০০০	৪০,০০০	-	-
৫	২০১৩-১৪	-	-	২৫,০০০	১,০০,০০০	৫০,০০০	-	-
৬	২০১৪-১৫	-	-	৪০,০০০	১,২০,০০০	৮০,০০০	-	-
৭	২০১৫-১৬	৮	১০৫০	৫০,০০০	১,২০,০০০	১,০০,০০০	-	-
৮	২০১৬-১৭	৩৫৯	১২৮৩	১,০৫,৫৯৪	৩,০৪,২৮৪	৩,১৭,০১৩	-	-
৯	২০১৭-১৮	৭২০	১২০৪	৮২,১৪৬	৩,১৫,২১৬	৪,০৩,২৩৭	-	-
১০	২০১৮-১৯	৯৫৭	১২১৭	-	৩,৩০,০০০	৩,৬০,৭০০	৩,০০,০০০	২৬,৮০০
১১	২০১৯-২০	১০০৬	৯৯২	-	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	-	৫০,০০০
১২	২০২০-২১	১১৬৮	৯৯১	-	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	-	৫০,০০০
	সর্বমোট	**৪২১৮**	**৬৭৩৭**	**৩,৫১,৭৪০**	**২০,৩৯,৫০০**	**২২,৫০,৯৫০**	**৩,০০,০০০**	**১,২৬,৮০০**

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর অধীন প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ই-নটিফিকেশন

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর অধীন সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত (ডাকযোগে, ই-মেইলযোগে, এক-সেবার মাধ্যমে অথবা সরাসরি অধিদপ্তরে জমা প্রদান) লিখিত অভিযোগসমূহ 'জাতীয় ভোক্তা-অভিযোগ কেন্দ্র' (NCCC) কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ৭৯ মোতাবেক মহাপরিচালক ও তাঁর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করে থাকেন। সেবাগ্রহণকারীর সেবা আরো সহজীকরণের জন্য প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগসমূহ গ্রহণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করার পর অধিদপ্তরের চলমান হটলাইন (১৬১২১) সেবার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার নাম ও মোবাইল নম্বর সম্বলিত একটি ক্ষুদেবার্তা প্রেরণ করা হবে। অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ই-নটিফিকেশন (e-Notification for Complaint Management) সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযোগকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কর্মসূচির নাম
অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০২০ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করে উদযাপন করা হয়। বর্ণিত দিবসে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:
(১) বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ
(২) র‍্যালীর আয়োজন: অধিদপ্তর কর্তৃক একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। উক্ত র‍্যালীতে আনসার ও ভিডিপির সুসজ্জিত বাদক দলসহ বয়েজ স্কাউটস, গার্লস গাইড, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
(৩) সেমিনার: কেন্দ্রীয় পর্যায়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়।
(৪) প্রেস ব্রিফিং: বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করা হয়।
(৫) ক্রোড়পত্র: দেশের শীর্ষ স্থানীয় ২০টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।
(৬) গণবিজ্ঞপ্তি: জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়, বিভাগীয় এবং প্রতিটি জেলার একটি করে শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর উপর প্রচারণামূলক রঙ্গিন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
(৭) SMS এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ: SMS এর মাধ্যমে মোবাইলে দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত বার্তা প্রেরণ করা হয়।
(৮) ডিজিটাল ব্যানার ফেস্টুন ও গ্যাস বেলুন: ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিজিটাল ব্যানারসহ বিভিন্ন প্রকারের ফেস্টুন ও গ্যাস বেলুন টানানো হয়।
(৯) ব্যাগ, মগ, পোলো শার্ট ও ক্যাপ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত ব্যাগ, মগ, পোলো শার্ট ও ক্যাপ মুদ্রণ ও বিতরণ।
(১০) ভোক্তা-ব্যবসায়ী বৈঠক: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের বার্তা এবং 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভোক্তা-ব্যবসায়ী বৈঠক আয়োজন করা হয়।
(১১) লিফলেট বিতরণ: এ অধিদপ্তরের সকল অংশীজনের মাঝে ভোক্তা-অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।
(১২) স্মরণিকা প্রকাশ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে উৎসর্গ করে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।
(১৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
(১৪) সচেতনতামূলক সভা: ভোক্তা-অধিকার আইন প্রচারের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়।
(১৫) কুইজ প্রতিযোগিতা: মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯', সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা এবং সভা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এক্ষেত্রে ১ম-৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে জাতির পিতার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা'সহ বিভিন্ন বই পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করা হয়।
(১৬) ট্রাক শো: ভ্রাম্যমান সুসজ্জিত ট্রাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত রেকর্ডকৃত জাগরণীমূলক গান ও ভোক্তা-অধিকার আইন এর রেকর্ডকৃত থিম সং ঢাকা মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রচার করা হয়।

১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়। মুজিববর্ষ হিসেবে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় **'মুজিববর্ষে শপথ করি, প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি'**। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার

সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস সীমিত পরিসরে উদযাপন করা হয়। দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. **আলোচনা সভা/সেমিনার:** জাতীয় পর্যায়ে ১৫ মার্চ ২০২১ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কে এম আলী আজম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো: জাফর উদ্দীন।

২. **প্রেস ব্রিফিং:** বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস এর তাৎপর্য যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি প্রেস ব্রিফিং আয়োজন করা হয়।

৩. **ক্রোড়পত্র:** দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক বাংলা ও ইংরেজি ২০টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

৪. **SMS এর মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ:** SMS এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে দিবসের প্রতিপাদ্য সম্বলিত বার্তা প্রেরণ করা হয়।

৫. **ডিজিটাল ব্যানার ফেস্টুন ও গ্যাস বেলুন:** ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিজিটাল ব্যানারসহ বিভিন্ন প্রকারের ফেস্টুন টানানো ও গ্যাস বেলুন উড়ানো হয়।

৬. **ট্রাক শো:** ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর থিম সং এবং ভোক্তা-অধিকার ও ব্যবসায়ীদের করণীয় বিষয়ে রেকর্ডকৃত জারিগান সুসজ্জিত ট্রাকযোগে প্রচার করা হয়।

৭. **বিভাগ পর্যায়ে:** সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে প্রধান অতিথি এবং সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

৮. **জেলা পর্যায়ে:** জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি ও স্থানীয় ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

৯. **উপজেলা পর্যায়ে:** উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে প্রতিটি উপজেলায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি কর্তৃক সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' উদযাপন

পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরে জনসাধারণের জন্য প্রত্যাশিত সেবা নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ পর্যন্ত **'বিশেষ সেবা সপ্তাহ'** উদযাপন করা হয়। 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

(১) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ ও সরবরাহ, ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ঢাকা মহানগরসহ দেশব্যাপী শুক্র ও শনিবারসহ সাতদিন বাজার তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা হয়।

(২) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দোকান/প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্য তালিকা টানানো/প্রদর্শন করার বিষয়টি জনস্বার্থে নিশ্চিত করা হয়।

(৩) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' দেশব্যাপী ৩৩৭টি বাজার তদারকি/অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৯৯৬টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৪,১০,০০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

(৪) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' ভোক্তাগণ যেন টিসিবি'র পণ্য সঠিক মূল্যে এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ টিসিবি'র ট্রাক সেল তদারকি করেন।

(৫) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দের করণীয় বিষয়ে জাতীয় পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

(৬) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমান সুসজ্জিত যানবাহনে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৭) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রচারণামূলক কার্যক্রম হিসেবে বিশেষ সেবা সপ্তাহ লেখা সম্বলিত ব্যানার টানানো/প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৮) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের বাজার তদারকি কার্যক্রমে ব্যবহৃত গাড়িতে ৩০ এপ্রিল ২০২১ থেকে ০৬ মে ২০২১ পর্যন্ত 'বিশেষ সেবা সপ্তাহ' লেখা সম্বলিত ব্যানার ব্যবহার করা হয়।

(৯) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১০) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' 'মাস্ক পরিধান করুন—সুস্থ থাকুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

(১১) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' মাইকিং এর ব্যবস্থা করে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১২) 'বিশেষ সেবা সপ্তাহে' জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের ফেসবুক পেইজ-এ 'ভোক্তা-অধিকার, সবার অধিকার' শীর্ষক নির্মিত প্রামান্য চিত্র আপলোড করা হয়।

বাজার তদারকির ক্ষেত্রে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যৌথভাবে কর্মসম্পাদন

সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) বাংলাদেশে পুষ্টিমান উন্নয়নে ২০০২ সাল থেকে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিভিন্ন পণ্য/খাদ্য সামগ্রীর পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণার্থে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BSTI এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। ভোক্তা-স্বার্থ সুরক্ষায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শীর্ষ সংস্থা উল্লেখ করে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণে GAIN এর কান্ট্রি ডিরেক্টর অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

GAIN এর পক্ষ থেকে ০৬ মাস (০১ মে ২০২১ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২১) ব্যাপী অধিদপ্তরের সাথে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে সম্পাদনযোগ্য সহযোগিতা চুক্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেল ও লবণ এর পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণে বাজার তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ ও পণ্য দুটির নমুনা পরীক্ষা, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং ভোক্তাসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজনে অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে মর্মে অবহিত করা হয়। এছাড়াও সংস্থাটির পক্ষ থেকে অধিদপ্তরকে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে মর্মেও লিখিতভাবে জানানো হয়। GAIN প্রদত্ত প্রস্তাব জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর জন্য ইতিবাচক এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের কোনরূপ আর্থিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় এবং প্রস্তাবিত ০৬ মাস ব্যাপী কর্মসম্পাদন সফলভাবে সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে GAIN এর সহযোগিতা নিয়ে বড়ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে এমন বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেয়া হয়।

সংস্থাটি যেহেতু দুটি সরকারি দপ্তরের সাথে কাজ করছে এবং তাদের প্রেরিত প্রস্তাব জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর জন্য ইতিবাচক ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের কোনরূপ আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই বিবেচনায় GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর সাথে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ০৬ মাস (০১ মে ২০২১ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২১) ব্যাপী সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যৌথভাবে কর্মসম্পাদনের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য গত ৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের অনুমোদনের শর্তে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সম্মতির আলোকে গত ২৭/০৪/২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদ সভায় বিষয়টি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় কার্যক্রম চলমান আছে।

পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে গঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ১১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে চতুর্থ বার পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত কমিটি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নাম	পরিষদে পদবি
১	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা	চেয়ারম্যান
২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৩	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৪	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
৫	জনাব আবু হেনা মোস্তফা জামান (যুগ্মসচিব), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সেখ আকতার হোসেন (যুগ্মসচিব), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
৭	বেগম ফেরদৌসী বেগম (যুগ্মসচিব), শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	সদস্য
৮	জনাব তন্ময় দাস (যুগ্মসচিব), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৯	জনাব মাহবুবা পান্না (যুগ্মসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
১০	জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ তালুকদার, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংসদ), খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
১১	জনাব হাফিজ আহমেদ চৌধুরী, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা	সদস্য
১২	চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৩	ডিআইজি (অপারেশনস), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
১৪	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৫	সভাপতি, ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৬	সভাপতি, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৭	সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৮	মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকারবলে)	সদস্য
১৯	জনাব কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ, চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ (সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)	সদস্য
২০	জনাব ফেরদৌস আহমেদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব (সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)	সদস্য
২১	জনাব শেখ কবির হোসেন, বিশিষ্ট সমাজকর্মী (সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক)	সদস্য
২২	মিসেস প্রীতি চক্রবর্তী, পরিচালক, এফবিসিসিআই (সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশিষ্ট নাগরিক, বাজার অর্থনীতিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)	সদস্য
২৩	মিসেস মনোয়ারা হাকিম আলী, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবসায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)	সদস্য

ক্রমিক নং	সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নাম	পরিষদে পদবি
২৪	জনাব সিদ্দিকুর রহমান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ (সরকার কর্তৃক মনোনীত শিল্পে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)	সদস্য
২৫	জনাব মোঃ আবদুল মালেক মিয়া, সাবেক সচিব (সরকার কর্তৃক মনোনীত জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন)	সদস্য
২৬	জনাব নাসরিন আহমদ, সাবেক উপ-উপাচার্য্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি)	সদস্য
২৭	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধি)	সদস্য
২৮	সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, ঢাকা (সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষক প্রতিনিধি)	সদস্য
২৯	মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা	সচিব

পরিষদ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) যে সব দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পরিষদের সভা অনুষ্ঠান

২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২১তম ও ২২তম সভা যথাক্রমে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ এবং ২৭ মে ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ২১তম ও ২২তম সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভার চিত্র

পরিষদ সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) পরিষদের ২০তম সভার কার্যবিবরণী ২১তম সভায় এবং ২১তম সভার কার্যবিবরণী ২২তম পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়।

(খ) কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেলে জাতীয় মহিলা সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

(গ) ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে বাজার তদারকিকালে মেজারিং টুলস হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে Digital Weighing Machine এবং বাটখারা (২৫০ গ্রাম হতে ৫ কেজি পর্যন্ত) ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঘ) কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাব হ্রাস পেলে ঢাকা মহানগরীর ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। সভার সম্মানিত সকল সদস্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রমের সন্তোষ প্রকাশ করে এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

(চ) বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে পরিষদ সচিব কর্তৃক উপস্থাপিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন জরুরি ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ছ) পরিষদ কর্তৃক ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকার বিভাজন ঘটনাত্তোর অনুমোদিত হয়।

(জ) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে বর্ণিত "ফরম-খ" অনুসারে প্রণীত ও দাখিলকৃত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিলের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৯, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২০ এবং এপ্রিল, মে ও জুন ২০২০ মেয়াদের ৩টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,১৯,৮৮,২৪১/- টাকা, ১,৮২,৫০,৮২৮/- টাকা ও ৬২,৯৯,২৫৪/- টাকাসহ মোট ব্যয় ৩,৬৫,৩৮,৩২৩/- (তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত তেইশ) টাকা এবং জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২০, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০ এবং জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২১ মেয়াদের ৩টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৪৫,৩৫,২৬৯/- টাকা, ২,২৪,৫৯,৭৫৪/- টাকা এবং ১,২১,৮৭,৩৯২/- টাকাসহ মোট ব্যয় ৪,৯১,৮২,৪১৫/- (চার কোটি একানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার চারশত পনের) টাকা মাত্র পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়।

(ঝ) ৮৪ জন কর্মকর্তাকে মহাপরিচালকের ক্ষমতা অর্পণের আদেশ পরিষদ কর্তৃক ঘটনাত্তোর অনুমোদন করা হয়।

(ঞ) কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে সাধারণ ছুটি চলাকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখায় দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান ও তাঁদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে (১৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে স্থায়ী/অস্থায়ী/আউটসোর্সিং) ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ অর্থ্যাৎ মোট ৭৫,৬৪,২৪০/- (পঁচাত্তর লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা প্রণোদনা ভাতা হিসেবে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ট) বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় পরিষদ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে ক্যাবের ফান্ডে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঠ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে যৌথভাবে কর্মসম্পাদনের বিষয়টি পরিষদ সভায় অনুমোদন করা হয়।

(ড) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ সদস্যদের সম্মানী অদ্যকার সভা (২২তম সভা) থেকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার পরিবর্তে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়। একইসাথে সভা আয়োজনের সাথে পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক (কার্যক্রম ও গবেষণাগার) এবং উপপরিচালক (কার্যক্রম) কে একই হারে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিষদ তহবিলের হিসাব বিবরণী

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০' এর প্রবিধান ৭ (২) (ক) তে পরিষদ তহবিলের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী ''ফরম-ক'' অনুসারে করতে হবে এবং প্রবিধান ৭(২) (ঙ) অনুসারে পরিষদের সচিব ও তৎকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি অর্থবছর শেষে পরিষদ তহবিলের ক্যাশ বই ও ব্যাংক একাউন্টের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করবেন। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে পরিষদ তহবিলের চলতি হিসাবে প্রারম্ভিক জের ছিল ৩,৮৩,৭৮,৩৭৬/৪০ (তিন কোটি তিরাশি লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত ছিয়াত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা) টাকা এবং প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায় কার্যালয়সমূহে অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪২,৯৮,৬৪৮/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত আটচল্লিশ) টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ৩৬ অনুদান কোডে ৩৬৩১ আবর্তক অনুদান খাতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের অনুকূলে ৮,০০,০০,০০০/- (আট কোটি) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিষদ তহবিলের চলতি হিসাবে জমা-খরচের বিবরণী নিম্নরূপ:

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিষদ তহবিলের চলতি হিসাবের জমা ও খরচের হিসাব বিবরণী

জমার বিবরণী			খরচের বিবরণী		
অর্থ প্রাপ্তির উৎস	**টাকার পরিমাণ**	**মোট প্রাপ্তি (টাকা)**	**খরচ খাতে বিবরণী**	**টাকার পরিমাণ**	**মোট ব্যয় (টাকা)**
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান ১ম কিস্তি	২,০০,০০,০০০/-	৮,০০,০০,০০০/-	বাজার তদারকি, সম্মানী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ	৬,০১,৪৮,২৬১/-	৬,০১,৬৯,৭৪১/২০
অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান ২য় কিস্তি	২,০০,০০,০০০/-				
অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান ৩য় কিস্তি	২,০০,০০,০০০/-				
অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুদান ৪র্থ কিস্তি	২,০০,০০,০০০/-		ব্যাংক চার্জ	২১,৪৮০/২০	
মোট প্রাপ্ত টাকা		৮,০০,০০,০০০/-	মোট খরচ		৬,০১,৬৯,৭৪১/২০
প্রারম্ভিক মোট		৩,৮৩,৭৮,৩৭৬/৪০	সমাপ্তি জের		৫,৮২,০৮,৬৩৫/২০
সর্বমোট		১১,৮৩,৭৮,৩৭৬/৪০	সর্বমোট		১১,৮৩,৭৮,৩৭৬/৪০

উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় ৫,৯০,৩০,৮৬৬/- (পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত ছেষট্টি) টাকা + ব্যাংক চার্জ ২১,৪৮০/২০ (একুশ হাজার চারশত আশি টাকা বিশ পয়সা) টাকাসহ মোট ৫,৯০,৫২,৩৪৬/২০ (পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ বাহান্ন হাজার তিনশত ছেঁচল্লিশ টাকা বিশ পয়সা) টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে পরিষদ তহবিলে চলতি হিসাবে সমাপ্তি জের ৫,৮২,০৮,৬৩৫/২০ (পাঁচ কোটি বিরাশি লক্ষ আট হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা বিশ পয়সা) টাকা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে অব্যয়িত অর্থ ৫৪,১৬,০৪৩/- (চুয়ান্ন লক্ষ ষোল হাজার তেতাল্লিশ) টাকাসহ মোট জের ৬,৩৬,২৪,৬৭৮/২০ (ছয় কোট ছত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা বিশ পয়সা) টাকা।

ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০' এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদের তহবিলের হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুসারে পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করার এবং পরিষদের সচিব কর্তৃক তা পরিষদ সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মোতাবেক পরিষদের সচিব কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২০; অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০; জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২১ এবং এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১ মাসের পৃথক ৪টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী ''ফরম-খ'' অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক পরিষদের সচিবের নিকট দাখিল করেন। পরিষদ তহবিলের ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন খাতে হিসাব বিবরণী নিম্নরূপ:

মাসের নাম: জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রারম্ভিক জের (টাকা)	তিন মাসে মোট উত্তোলন ও স্থানান্তর		মোট অর্থ (টাকা)	তিন মাসে মোট ব্যয়			তিন মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
	মাস	মোট প্রাপ্তি (টাকা)		ব্যয়ের খাত	ব্যয় বিবরণী	মোট ব্যয় (টাকা)		
১	২	৩	৪(১+৩)	৫	৬	৭	৮(৪-৭)	৯
৪২,৯৮,৬৪৮ (মাঠ পর্যায়ে অব্যয়িত অর্থ)	জুলাই	৯২,৬৫,১১৩	২,০৮,৪৮,৩৬৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বাবদ	১৫,৩৮,৬৮৬	৬৩,১৩,০৯৫	-
	আগস্ট	৬৮,৯৫,৮৬৫		আপ্যায়ন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৫১,২৭,১৫১		
	সেপ্টেম্বর	৩,৮৮,৭৩৮		পণ্যের ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয় (ফি, চার্জ ও কমিশন)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৭৭,৯৫,৯৪০		
				সম্মানী ভাতা (ভাতাদি)	সম্মানী ভাতা ব্যয় বাবদ	৪৩,২০০		
				অন্যান্য	অন্যান্য ব্যয়	৩০,২৯২		
মোট		**১,৬৫,৪৯,৭১৬**				**১,৪৫,৩৫,২৬৯**		

মাসের নাম: অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০

প্রারম্ভিক জের	তিন মাসে মোট উত্তোলন ও স্থানান্তর		মোট অর্থ (টাকা)	তিন মাসে মোট ব্যয়			তিন মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
	মাস	মোট প্রাপ্তি (টাকা)		ব্যয়ের খাত	ব্যয় বিবরণী	মোট ব্যয় (টাকা)		
১	২	৩	৪(১+৩)	৫	৬	৭	৮(৪-৭)	৯
৬২,৭৪,০৯৫ (মাঠ পর্যায়ে অব্যয়িত অর্থ)	অক্টোবর	১,৯৬,৭২,১৮৭	২,৬৩,০০,৮০১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বাবদ	৫০,৩৯,৯০২	৩৮,৪১,০৪৭	অব্যয়িত ৩৯,০০০/- টাকা পরিষদ তহবিলে জমা প্রদান করায় প্রারম্ভিক জের ৬২,৭৪,০৯৫/- টাকা।
	নভেম্বর	১,২১,৩৯৬		আপ্যায়ন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	২৭,৮৭,৪০৫		
	ডিসেম্বর	২,৩৩,১২৩		পণ্যের ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয় (ফি, চার্জ ও কমিশন)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৬৩,৬২,৪০০		
				সম্মানী ভাতা (ভাতাদি)	সম্মানী ভাতা ব্যয় বাবদ	৮২,৫৮,৪৪০		
				অন্যান্য	অন্যান্য ব্যয়	১১,৬০৭		
মোট		**২,০০,২৬,৭০৬**				**২,২৪,৫৯,৭৫৪**		

মাসের নাম: জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২১

প্রারম্ভিক জের	তিন মাসে মোট উত্তোলন ও স্থানান্তর		মোট অর্থ (টাকা)	তিন মাসে মোট ব্যয়			তিন মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
	মাস	মোট প্রাপ্তি (টাকা)		ব্যয়ের খাত	ব্যয় বিবরণী	মোট ব্যয় (টাকা)		
১	২	৩	৪(১+৩)	৫	৬	৭	৮(৪-৭)	৯
৩৮,৪১,০৪৭ (মাঠ পর্যায়ে অব্যয়িত অর্থ)	জানুয়ারি	১,০৬,৫১,৯৯২	১,৭৯,৬৪,৭৯৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বাবদ	৪৫,৫০,৫৮০	৫৭,৭৭,৪০৫	
	ফেব্রুয়ারি	৩৪,১৯,২৮০		পণ্যের ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয় (ফি, চার্জ ও কমিশন)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৫৫,২০,৬৬১		
	মার্চ	৫২,৪৭৮		সম্মানী ভাতা (ভাতাদি)	সম্মানী ভাতা ব্যয় বাবদ	২০,৫২,৮০১		
				আইন সংক্রান্ত	আইন সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ	১২,৪২০		
				অন্যান্য	অন্যান্য ব্যয়	৫০,৯৩০		
মোট		**১,৪১,২৩,৭৫০**				**১,২১,৮৭,৩৯২**		

মাসের নাম: এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১

প্রারম্ভিক জের	তিন মাসে মোট উত্তোলন ও স্থানান্তর		মোট অর্থ (টাকা)	তিন মাসে মোট ব্যয়			তিন মাসের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
	মাস	মোট প্রাপ্তি (টাকা)		ব্যয়ের খাত	ব্যয় বিবরণী	মোট ব্যয় (টাকা)		
১	২	৩	৪(১+৩)	৫	৬	৭	৮(৪-৭)	৯
৫৭,৭৭,৪০৫ (মাঠ পর্যায়ে অব্যয়িত অর্থ)	এপ্রিল	৭৮,৬৮,২৯৩	১,৫২,৬৪,৪৯৪	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বাবদ	২২,২২,৯৯৯	৫৪,১৬,০৪৩	
	মে	১০,৭১,১৫০		পণ্যের ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয় (ফি, চার্জ ও কমিশন)	বাজার তদারকি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৫৩,২৬,৯৯৪		
	জুন	৫,৪৭,৬৪৬		সম্মানী ভাতা (ভাতাদি)	সম্মানী ভাতা ব্যয় বাবদ	২১,৮০,৮৬৯		
				আপ্যায়ন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ	২০,০০০		
				আইন সংক্রান্ত	আইন সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ	১৫,১৮০		
				অন্যান্য	অন্যান্য ব্যয়	৮২,৪০৯		
মোট		**৯৪,৮৭,০৮৯**				**৯৮,৪৮,৪৫১**		

২০২০-২১ অর্থবছরের ৪টি ত্রৈমাসিকের মোট ব্যয়ের বিবরণী

ক্রমিক	বিবরণ	মোট ব্যয়
১	১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২০)	১,৪৫,৩৫,২৬৯/-
২	২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০)	২,২৪,৫৯,৭৫৪/-
৩	৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২১)	১,২১,৮৭,৩৯২/-
৪	৪র্থ (এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১)	৯৮,৪৮,৪৫১/-
৫	ব্যাংক চার্জ	২১,৪৮০/২০
	মোট	**৫,৯০,৫২,৩৪৬/২০**

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে সাধারণ ছুটি চলাকালে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় রাখতে দেশব্যাপী নিয়মিত বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর কারণে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ২৫ নম্বর **(নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)** নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সমগ্র দেশে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিবিড় বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা;
- মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ও স্যানিটাইজার এর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিকমূল্যে বিক্রয় না করার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফার্মেসীসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি;
- করোনার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীগণকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি এবং একইসঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে ব্যবসায়ী, ভোক্তা-সাধারণকে সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আহবান জানানো;
- টিসিবি'র ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় (ট্রাক সেল) কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করা-যাতে ভোক্তাগণ নির্ধারিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে পারে;
- বাজার তদারকি চলাকালে হ্যান্ডমাইকে চাল, ডাল, রসুন, আদা, পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য প্রদর্শন এবং প্রদর্শনকৃত তালিকার চেয়ে অধিকমূল্যে পণ্য বিক্রি না করা এবং করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে অতি মুনাফা করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ীগণকে সচেতন করা;
- ভোক্তাগণকে অতিরিক্ত পণ্য কিনে মজুদ না করার বিষয়ে আহবান জানানো;
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেক বৃহৎ পাইকারি আড়ৎ এর মালিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনসূহের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন; এবং
- অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার তদারকিকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাপ্ত ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাস্ক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে বাজার অভিযান পরিচালনাকালে ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

দেশে সাধারণ ছুটি চলাকালে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক

করোনাকালীন অধিদপ্তর কর্তৃক পণ্যের মূল্য প্রদর্শন না করা, নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করাসহ ভোক্তা স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ৫ এপ্রিল ২০২১ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৪৫০৮টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৭২,১৪,৬০০/- (এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। করোনা ভাইরাস জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ঢাকা মহানগরীসহ মাঠ পর্যায়ে অভিযান পরিচালনাকালে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ মোট ২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ আক্রান্ত হয়েছেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক 'শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭' এর আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মধ্যে দপ্তর প্রধান হিসেবে জনাব বাবলু কুমার সাহা, মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০' প্রদানের জন্য মনোনিত করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনাব বাবলু কুমার সাহা, মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে সম্মাননা দেয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের মধ্যে দপ্তর প্রধান হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি এর নিকট থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সম্মাননা গ্রহণ করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাবলু কুমার সাহা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	গণনা পদ্ধতি (Calculation method	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১ (Target/Criteria Value for FY 2020-21) অসাধারণ (Excellent) ১০০%	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ/২১)	৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন/২১)	সর্বমোট অগ্রগতি (জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২১)	খসড়া স্কোর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	৭০	১.১. ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্যাম্পলেট, লিফলেট ও ক্যালেন্ডার মুদ্রণ এবং বিতরণ	বিতরণকৃত প্যাম্পলেট	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	১০	৩.০০	-	২.৮৫	.০৯	.০৬	৩.০০	১০	
			বিতরণকৃত লিফলেট	সমষ্টি		১০	৪.০০	-	৩.৮	.১০	.১০	৪.০০	১০	
			বিতরণকৃত ক্যালেন্ডার	সমষ্টি		১০	.৫০	-	.৫০	-	-	.৫০	১০	
		১.২. সেমিনার/ওয়ার্কসপ /মতবিনিময় সভা	সেমিনার/ওয়ার্কসপ/ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৭১০	৪৯৬	-	-	-	৪৯৬	১০	কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ২১৪টি সেমিনার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
		১.৩. বাজার তদারকি	বাজার তদারকি সম্পন্ন	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	১০০০০	৫৭০৭	৩০৮৭	১৫৯৬	১৫৬৩	১১৯৫৩	১০	
		১.৪. সচেতনতামূলক সভা	সভা আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	১০০০	৩৩৪	২৯৭	২৮৩	২৫৪	১১৬৮	১০	
		১.৫. ঢাকা মহানগরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন	দিবস উদযাপিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	৪৯৬	-	-	৪৯৬	-	৪৯৬	১০	
২. ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি	৫	২.১. ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	৫	৮০	৪৬.৭৮	৭৮.৫৪	৯৮	৯৮.২৮	৮০.৪০	৫	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০২০-২১ অসাধারণ (Excellent) ১০০%	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ/২১)	৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন/২১)	সর্বমোট অগ্রগতি (জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২১)	খসড়া স্কোর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ													
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	১	১	১	১	৪	২	
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	৩	৩	৩	৩	১২	১	
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	১	১	১	১	৪	২	
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	১	১	১	১	৪	১	
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	১	১	১	১	৪	২	
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	১	১	১	১	৪	২	
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	২	
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	২	১৫-২-২১	-	-	১৫-২-২১	-	১৫-২-২১	২	
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	সংখ্যা	২	২৫-২-২১	-	-	২৫-২-২১	-	২৫-২-২১	২	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান -২০২০-২১ অসাধারণ (Excellent) ১০০%	১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০)	২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০)	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (জানুয়ারি-মার্চ/২১)	৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (এপ্রিল-জুন/২১)	সর্বমোট অগ্রগতি (জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২১)	খসড়া স্কোর	মন্তব্য
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	০৮	১৮	১৮	০৮	৫০	১	
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	১	২	১	১	৫	১	
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	২	২	১	
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১	
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	-	অধিদপ্তরে কোন প্রকল্প না থাকায় কার্যক্রমটি প্রযোজ্য নয়
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১	
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	-	-	১০০	১০০	৫০	১	
		[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির তালিকা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১	১৫-১২-২০	-	০৯-১২-২০	-	-	০৯-১২-২০	১	
সর্বমোট সূচক মান ৯৮ ধরে প্রাপ্ত খসড়া স্কোর=												**৯৮**	

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮														
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	প্রশাসন শাখা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪	নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী	
						অর্জন	১	১	১	১	৪			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	সকল শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	৪	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	
						অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০			
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন..... ১০														
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	তদন্ত শাখা	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	২	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী	
						অর্জন	-	১	-	১	২			
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	তদন্ত শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	-	১০০	-	১০০	১০০	২	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	
						অর্জন	-	১০০	-	১০০	১০০			
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ও প্রচার শাখা	১৩০	লক্ষ্যমাত্রা	৩২	৩২	৩৩	৩৩	১৩০	৩	নোটিশ প্রশিক্ষণার্থী গণের উপস্থিতি	
						অর্জন	৩১	৬৩	৭১	২৮	১৯৩			
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ও প্রচার শাখা	১৩০	লক্ষ্যমাত্রা	৩২	৩২	৩৩	৩৩	১৩০	৩	নোটিশ প্রশিক্ষণার্থী গণের উপস্থিতি	
						অর্জন	৩১	৬৩	৭১	২৮	১৯৩			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন.....১০														
৩.১ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	প্রেরিত খসড়া	১০	তারিখ	গবেষণা ও আইন উপবিভাগ	৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.৬.২১	৩০.৬.২১	১০	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন,২০১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন	
						অর্জন	-	২৯.১০.২০	-	-	২৯.১০.২০			
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ.....৮														
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.০৭.২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৭.২০	-	-	-	৩০.৭.২০	১	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	৩০.৭.২০	-	-	-	৩০.৭.২০			
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদ কৃত	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	২	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	২৪.৬.২১	৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.৩.২১ ২৪.৬.২১			
৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদ কৃত	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	২	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	২০.৬.২১	৩০.৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.৩.২১ ২০.৬.২১			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদ কৃত	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	২	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১			
৪.৫ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	প্রশাসন শাখা	২৫.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২৫.৬.২১	২৫.৬.২১	১	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	-	-	-	০৬.৪.২১	০৬.৪.২১			
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা.....৬														
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.১১.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০.১১.২০	-	-	৩০.১১.২০	৩	প্রাপ্ত তালিকা, অগ্রায়ন পত্র	
						অর্জন	১৯.০৯.২০	-	-	-	১৯.০৯.২০			
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	সকল শাখা	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৩	স্ব স্ব ওয়েবসাইট ও এ সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম	
						অর্জন	৮০	১০০	১০০	১০০	১০০			
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৬														
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন/বিভাগে চলমান প্রকল্প উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা						২	অধিদপ্তরের অধীন কোন প্রকল্প না থাকায় প্রযোজ্য নয়।	
						অর্জন								

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা			লক্ষ্যমাত্রা						২	অধিদপ্তরের অধীন কোন প্রকল্প না থাকায় প্রযোজ্য নয়।	
						অর্জন								
৬.৩ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	২	%			লক্ষ্যমাত্রা						২	অধিদপ্তরের অধীন কোন প্রকল্প না থাকায় প্রযোজ্য নয়।	
						অর্জন								
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৭														
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.৮.২০ ৩১.৫.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৮.২০	-	-	৩১.৫.২১	৩০.৮.২০ ৩১.৫.২১	৩	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	২৪.৮.২০	-	-	৩০.৫.২১	২৪.৮.২০ ৩০.৫.২১			
৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন	৪	%	সকল শাখা	২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২০	২০	৪	ই-টেন্ডার নোটিশ	
						অর্জন	-	-	-	২৪	২৪			
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১৪														
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণীত/হালনাগাদকৃত ও বাস্তবায়িত	৩	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.১১.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩০-১১-২০	-	-	৩০-১১-২০	৩	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	-	২৫.১১.২০	-	-	২৫.১১.২০			
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	সকল শাখা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	২	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
						অর্জন	১	১	১	১	৪			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	সকল শাখা	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	২	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	
						অর্জন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০			
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	সকল শাখা	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	২	সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার	
						অর্জন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০			
৮.৫ শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টিকৃত	২	%	সকল শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০		২	নতুন অধিদপ্তর হওয়ায় বিনষ্ট করা হয় না।	
						অর্জন	-	-	-	-				
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি আয়োজন	প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজিত	৩	সংখ্যা	তদন্ত শাখা	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	২	৩	নোটিশ, পত্র, ছবি	
						অর্জন	-	১	-	১	২			
৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম)														
৯.১ ভোক্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ শুনানি অন্তে নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৩	সংখ্যা	কার্যক্রম শাখা	২৪	লক্ষ্যমাত্রা	৬	৬	৬	৬	২৪	৩	অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সভার নোটিশ	
						অর্জন	৭	১১	২	৪	২৪			
৯.২ নিয়মিত বাজার অভিযান ও তদারকি কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৩	সংখ্যা	কার্যক্রম শাখা	২৪	লক্ষ্যমাত্রা	৬	৬	৬	৬	২৪	৩	বাজার অভিযান সংক্রান্ত সভার নোটিশ	
						অর্জন	৮	৯	৩	৫	২৫			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯.৩ বাজার তদারকি	বাজার তদারকি সম্পন্ন	৩	সংখ্যা	কার্যক্রম শাখা	১০০০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০	১০০০০	৩	প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও পাক্ষিক প্রতিবেদন	
						অর্জন	৫৭০৭	৩০৮৭	১৫৯৬	১৫৬৩	১১৯৫৩			
৯.৪ ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পন্ন	অভিযোগ নিষ্পত্তি	৩	%	কার্যক্রম ও তদন্ত শাখা	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৮০	৮০	৩	সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার	
						অর্জন	-	-	-	৮০.৪০	৮০.৪০			
৯.৫ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রচারের লক্ষ্যে লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ	মুদ্রিত ও বিতরণকৃত	৩	লক্ষ	কার্যক্রম ও তদন্ত শাখা	৭.৫	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩.৫	২	২	৭.৫	৩	সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার ও পত্র	
						অর্জন	-	৭.১৫	.১৯	.১৬	৭.৫			
১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান.....৩														
১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	প্রশাসন শাখা	২৫.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২৫.৬.২১	২৫.৬.২১	৩	আদেশ ও স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	-	-	-	০৯.৬.২১	০৯.৬.২১			
১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন.....২														
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	প্রশাসন শাখা	২ ও ৩১.৮.২০ ৩১.০৫.২১	লক্ষ্যমাত্রা	১ ও ৩১.৮.২০	-	-	১ ও ৩১.৫.২১	২ ও ৩১.৮.২০ ৩১.০৫.২১	২	বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	
						অর্জন	১ ও ৩১.৮.২০	-	-	১ ও ৩১.৫.২১	২ ও ৩১.৮.২০ ৩১.০৫.২১			
১২. অর্থ বরাদ্দ.....৩														
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ ও প্রচার শাখা	১৫	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৩	৪	৫	১৫	৩	অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত পত্র	
						অর্জন	১	৪.৫	৪.৫	৬.৪	১৬.৪			

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							প্রমাণক	মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....৮														
১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	১০.০৮.২০	লক্ষ্যমাত্রা	১০.৮.২০	-	-	-	১০.৮.২০	২	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	১০.৮.২০	-	-	-	১০.৮.২০			
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	সংখ্যা	প্রশাসন শাখা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	২	স্ব স্ব ওয়েবসাইট	
						অর্জন	১	১	১	১	৪			
১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.৯.২০	৩১.১২.২০	৩১.৩.২১	৩০.৬.২১	৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৬.২১	৪	নোটিশ, উপস্থিতি, পত্র ও কার্যবিবরণী	
						অর্জন	২৮.৯.২০	৩০.১২.২০	২৯.৩.২১	২৪.৬.২১	২৮.৯.২০ ৩০.১২.২০ ২৯.৩.২১ ২৪.৬.২১			
											সর্বমোট সূচক মান ৯৪ ধরে প্রাপ্ত মোট অর্জিত মান=	**৯৪**		

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এর ধারা ৬৯ এর বিধান নিম্নরূপ:

"৬৯। আইনের অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।-(১) এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের যে সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি রহিয়াছে ঐ সকল ক্ষমতা ও কার্যাদি কোন জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে এবং মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদন ব্যতীতই তিনি ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাহার ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোন শর্তে, তাহার অধস্তন কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করিতে পারিবেন।
(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।"

আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর পক্ষে কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর ক্ষমতা তাঁর অধস্তন এক বা একাধিক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে অর্পণ করে থাকেন। এ ছাড়া 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর সিডিউলে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' অন্তর্ভূক্ত। বিভিন্ন জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' এ বর্ণিত অপরাধও আমলে নিয়ে থাকেন। প্রমাণিত অপরাধের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড বা জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড আরোপ করতে পারেন। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্বারা 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকালে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী অপরাধের জন্য **২৮০ জনকে** বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং বর্ণিত সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর নিকট থেকে **১৮,৬২,৪৯,৬৩০/- (আঠারো কোটি বাষট্টি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা** জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়কালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে **৫৮৯৭টি**।

উপসংহার

'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' ভোক্তাদের সর্বজনীন অধিকারকে সমুন্নত রাখতে বর্তমান জনবান্ধব সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর'। ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত বিরোধ নিষ্পত্তি, বাজার তদারকিকরণ ও ভোক্তা-ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এখন দেশব্যাপী দৃশ্যমান এবং সর্বমহলে প্রশংসিত। সম্প্রতি ভোক্তা-স্বার্থ সুরক্ষায় অধিদপ্তর প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) এর সাথে একটি সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক। ভোক্তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের পাশাপাশি ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে সুসংহত রাখতে নিবেদিত অধিদপ্তরের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় গুরূত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ২৯ সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ ফোরাম 'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ'।

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। উন্নয়নের চলমান এ ধারা অব্যাহত রাখা তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভূক্ত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের পাশাপাশি ভোক্তা-স্বার্থ সুরক্ষায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছেন সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন এফবিসিসিআই, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, গণমাধ্যমকর্মীসহ সকলস্তরের অংশীজন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভোক্তা-বান্ধবের পাশাপাশি ব্যবসায়ী-বান্ধব অধিদপ্তরে পরিণত হবে - এটিই হোক মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

মহাপরিচালক
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
ও
সচিব
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৩ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব টিপু মুনশি এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি:।
সময় : বেলা ১১:৩০ ঘটিকা।
স্থান : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিষদ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা **পরিশিষ্ট-ক।**

শুরুতে সভার সভাপতি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সভায় স্বশরীরে (Physically) উপস্থিত এবং অনলাইন প্ল্যাটফরমে (Virtually) সংযুক্ত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং পরিষদ সচিবকে অনুরোধ করেন। অতঃপর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পরিচয়পর্ব শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বাবলু কুমার সাহা আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপনা শুরু করেন। মহাপরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১: পরিষদের ২২তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ

আলোচনা: মহাপরিচালক ২৭ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ২২তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন। একইসাথে তিনি উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর উপর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন।

সিদ্ধান্ত: উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর উপর পরিষদের উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণের কোন আপত্তি কিংবা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২: পরিষদের ২২তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিষদ সচিব ও মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে পরিষদের গত সভার ৭টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) সভায় জানানো হয় যে, কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাব হ্রাস না পাওয়ায় জাতীয় মহিলা সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব চেমন আরা তৈয়ব সুবিধাজনক সময়ে যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। তিনি উক্ত সচেতনতামূলক সভায় পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত: নভেম্বর/২০২১ এর মধ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

(খ) সভায় জানানো হয় যে, কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাব হ্রাস না পাওয়ায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে ঢাকা মহানগরীর ৫টি বাজারে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। পরিষদ সচিব সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু মেজারিং টুলস ক্রয় করে বিএসটিআই থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে-যা বাজার তদারকি/অভিযানে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, বাজারের উন্মুক্ত স্থানে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হলে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা অসুবিধা হবে বিধায় বাজারে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্তটি বাতিলের বিষয়ে সম্মানিত সদস্যগণের মতামত আহবান করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক জনাব সিদ্দিকুর রহমান মহাপরিচালক উপস্থাপিত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন- যা উপস্থিত অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত: বাজারের উন্মুক্ত স্থানে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হলে তা রক্ষণাবেক্ষণ করা অসুবিধা হতে পারে বিবেচনায় ঢাকা মহানগরীর ৫টি বাজারে ডিজিটাল পরিমাপক যন্ত্র স্থাপনের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত রহিত করে অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত মেজারিং টুলসসহ বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন

আলোচনা: পরিষদ সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ১৭ ধারার বিধান অনুযায়ী অধিপ্তরের বাৎসরিক সমাপ্ত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তদানুযায়ী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অধিপ্তরের সমাপ্ত কার্যাবলী সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন পরিষদ সচিব সভায় উপস্থাপন করেন **(পরিশিষ্ট-খ)।** আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদের সম্মানিত সদস্য বিশিষ্ট সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী ও বীমা ব্যক্তিত্ব জনাব শেখ কবির হোসেন বার্ষিক প্রতিবেদনে 'জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' এর সকল সদস্যগণের নাম অন্তর্ভূক্তকরণের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সকল সদস্যগণের নাম অন্তর্ভূক্ত করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চূড়ান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪: 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' অনুযায়ী অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন পরিষদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন

মহাপরিচালক জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত বাজার তদারকি কার্যক্রম, প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করেন:

(ক) বাজার তদারকি কার্যক্রম:

ক্র: নং	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	মোট জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫ % হিসাবে পেয়েছেন (জন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	৮= (৫+৭)	(৯)	(১০)
১	২০০৯-১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০	-	-	১,৬৫,৫০০	-	-
২	২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০	-	-
৩	২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৬৯,৫৪,৩০০	৮	২,১০,০০০	২,৭১,৬৪,৩০০	৫২,৫০০	৮
৪	২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,০৯,৩৪,৫০০	২৯	৪,৩৫,০০০	২,১৩,৬৯,৫০০	১,০৮,৭৫০	২৯
৫	২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৫,২৫,১০০	১৭	২,০৬,০০০	১,৭৭,৩১,১০০	৫১,৫০০	১৭
৬	২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	১,৯৫,৮৬,৩৫০	১০৭	৭,৫৪,০০০	২,০৩,৪০,৩৫০	১,৮৮,৫০০	১০৭
৭	২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,১১,৬৬,৫৫০	১৯৪	১২,১৫,৫০০	৩,২৩,৮২,০৫০	২,৯৩,৮৭৫	১৯২
৮	২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,২৪,৭৬,৫৯২	১৪২৩	৬২,৩২,৭০৮	৬,৮৭,০৯,৩০০	১৫,৫১,৬৭৭	১৪২০
৯	২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১২,৫২,৮১,৭০০	১৯৩৪	১,৬১,৯৬,৫০০	১৪,১৪,৭৮,২০০	৩৯,৪০,৫০০	১৯১০

ক্র: নং	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	মোট জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫ % হিসাবে পেয়েছেন (জন)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	৮= (৫+৭)	(৯)	(১০)
১০	২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৪,৭৪,৩৩,০৫০	১৪৬৯	৯৮,০৪,৮০০	১৫,৭২,৩৭,৮৫০	২৪,৩৮,৮২৫	১৪৩৬
১১	২০১৯-২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,০৫,৩৩,৮০০	১০৬৯	৮৬,১৩,৪০০	১১,৯১,৪৭,২০০	২১,২৬,৭২৫	১০৫৫
১২	২০২০-২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩,৩৬,০৩,৭০০	৬৮৫	৪৭,০৪,৬০০	১৩,৮৩,০৮,৩০০	১১,৬৮,২৭৫	৬৭১
১৩	২০২১-২২ (৩১.০৮.২১ পর্যন্ত)	১৪৩০	৩৬৯১	২,১২,৯০,৮০০	৭৫	৪,৩৩,৫০০	২,১৭,২৪,৩০০	১,০৮,৩৭৫	৭৫
	সর্বমোট	**৪৪৬৩৯**	**১০৭০৩৮**	**৭৩,৩৯,১৩,২৪২**	**৭০১০**	**৪,৮৮,০৬,০০৮**	**৭৮,২৭,১৯,২৫০**	**১,২০,২৯,৫০২**	**৬৯২০**

মে ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ২২৮৯টি বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে "ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯" এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ৬০৯৭টি দোকান, কারখানা, ফার্মেসী ও হোটেলকে সর্বমোট ৩,১৩,৪৪,৮০০/- টাকা এবং ভোক্তাদের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১৮৯টি প্রতিষ্ঠানকে ১২,২৬,৬০০/- টাকাসহ মোট ৩,২৫,৭১,৪০০/- টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করেছে। একইসাথে প্রণোদনা হিসেবে ১৮৭ জন অভিযোগকারীকে ৩,০৫,৪০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	অভিযোগ নিস্পত্তি (সংখ্যা)	অনিস্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)
১	২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত	১৭৯	১৭৯	-
২	২০১৪-২০১৫	২৬৪	২৬৪	-
৩	২০১৫-২০১৬	৬৬২	৬৬২	-
৪	২০১৬-২০১৭	৬১৪০	৬১৪০	-
৫	২০১৭-২০১৮	৯০১৯	৯০১৯	-
৬	২০১৮-২০১৯	৭৫১৫	৭৫১৫	-
৭	২০১৯-২০২০	৯১৯৫	৯১৯৫	-
৮	২০২০-২০২১	১৪৯১০	১১৬৬৬	৩২৪৪
৯	২০২১-২০২২ (৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত)	৫৭০০	১৮২০	৩৮৮০
	মোট	**৫৩৫৮৪**	**৪৬৪৬০**	**৭১২৪**

মে ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ভোক্তাদের নিকট থেকে ১০০৫৮টি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

(গ) সচেতনতামূলক কার্যক্রম:

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত বাজার তদারকি, ভোক্তাদের লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানী/ সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার/ মতবিনিময় সভা, পোস্টার/ লিফলেট/প্যাম্পফ্লেট বিতরণের মাধ্যমে ভোক্তাগণ সচেতন হয়েছেন। এসকল জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সাধারণ ভোক্তা তাদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে আগের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নিম্নে অর্থবছর অনুযায়ী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	গণশুনানী/ সচেতনতামূলক সভা (সংখ্যা)	মতবিনিময় সভা/ সেমিনার	পোস্টার (সংখ্যা)	প্যাম্পফ্লেট (সংখ্যা)	লিফলেট (সংখ্যা)	স্টিকার (সংখ্যা)	ক্যালেন্ডার (সংখ্যা)
১	২০০৯-১০	-	-	১০,০০০	২০,০০০	৩০,০০০	-	-
২	২০১০-১১	-	-	১২,০০০	৩০,০০০	৩৫,০০০	-	-
৩	২০১১-১২	-	-	১২,০০০	৪০,০০০	৩৫,০০০	-	-
৪	২০১২-১৩	-	-	১৫,০০০	৬০,০০০	৪০,০০০	-	-
৫	২০১৩-১৪	-	-	২৫,০০০	১,০০,০০০	৫০,০০০	-	-
৬	২০১৪-১৫	-	-	৪০,০০০	১,২০,০০০	৮০,০০০	-	-
৭	২০১৫-১৬	৮	১০৫০	৫০,০০০	১,২০,০০০	১,০০,০০০	-	-
৮	২০১৬-১৭	৩৫৯	১২৮৩	১,০৫,৫৯৪	৩,০৪,২৮৪	৩,১৭,০১৩	-	-
৯	২০১৭-১৮	৭২০	১২০৪	৮২,১৪৬	৩,১৫,২১৬	৪,০৩,২৩৭	-	-
১০	২০১৮-১৯	৯৫৭	১২১৭	-	৩,৩০,০০০	৩,৬০,৭০০	৩,০০,০০০	২৬,৮০০
১১	২০১৯-২০	১০০৬	৯৯২	-	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	-	৫০,০০০
১২	২০২০-২১	১১৬৮	৯৯১	-	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	-	৫০,০০০
সর্বমোট		**৪২১৮**	**৬,৭৪১**	**৩,৫১,৭৪০**	**২০,৩৯,৫০০**	**২২,৫০,৯৫০**	**৩,০০,০০০**	**১,২৬,৮০০**

আলোচনা: পরিষদের সম্মানিত সদস্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহনেওয়াজ তালুকদার নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণিত অভিযোগ এবং প্রমাণিত হয়নি এমন অভিযোগের সংখ্যা পৃথকভাবে উপস্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত: আলোচনান্তে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রমাণিত অভিযোগ এবং প্রমাণিত হয়নি এমন অভিযোগের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া কোন ভোক্তা যাতে করে প্রতারিত না হোন এবং ব্যবসায়ীরাও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেন- এমন বিষয়গুলো বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তিরকে অনুরোধ জানানো হয়।

আলোচ্যসূচি-৫: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১ পর্যন্ত ১টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে বর্ণিত "ফরম-খ" অনুসারে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিলের ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী পরিষদ সভায় অনুমোদনের বাধ্যবধকতা রয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১ মেয়াদের নিম্নরূপ হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করা হয়:

উপ-খাত	ব্যয়ের বিবরণ	টাকা
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার, উন্নয়ন মেলা, মতবিনিময় সভা, উদ্ভাবনী মেলা ও জনাকীর্ণ এলাকা যেমন হাটবাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য বরিশাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঝালকাঠি জেলা কার্যালয়সমূহে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া (প্রজেক্টর) ক্রয় বাবদ	৪,০৭,৯২৮/-
	কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কে 'ভোক্তা অধিকার শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক অনুদান বাবদ	৯,০০,০০০/-
	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বাবদ ব্যয়	১,৩৩,০৫৪/-
	ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট মুদ্রণ বাবদ	২৪,৮০০/-
	বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনে উদ্যেশে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে ব্যয় বাবদ	৩,৪৭,৯১৪/-
	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদযাপনের ব্যয় বাবদ	৪,০৯,৩০৩/-
	মোট	**২২২৯৯৯/-**
সম্মানী ভাতা (ভাতাদি)	২১তম পরিষদ সভার উপস্থিত সদস্যদের সম্মানী	১,৩০,০০০/-
	বাজার তদারকিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্মানী বাবদ ব্যয়	২০,৫০,৮৬৯/-
	মোট	**২১,৮০,৮৬৯/-**
আপ্যায়ন ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	২১তম পরিষদ সভার আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়	২০,০০০/-
	মোট	**২০,০০০/-**
পরিবহন ভাড়া	বাজার তদারকিতে পরিবহন ভাড়া বাবদ ব্যয়	৫৩,২৬,৯৯৪/-
	মোট	**৫৩,২৬,৯৯৪/-**
আইন সংক্রান্ত ব্যয়	কজলিস্ট সার্চের বিল বাবদ	১৫,১৮০/-
	মোট	**১৫,১৮০/-**
অন্যান্য	পরিষদ সভার স্টেশনারী ক্রয় বাবদ	২১,১৫০/-
	মেজারিং টুলস ক্রয় বাবদ	৫৪,০০০/-
	ব্যাংক চার্জ বাবদ	৭,২৫৯/-
	মোট	**৮২,৪০৯/-**
	সর্বমোট	**৯৮,৪৮,৪৫১/- (আটানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত একান্ন) টাকা**

উপস্থাপিত ত্রৈমাসিক বিবরণী পরিষদ সভায় অনুমোদন করা যায় উল্লেখ করে সম্মানিত সদস্য জনাব শেখ কবির হোসেন বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের ত্রৈমাসিক ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ তহবিল (হিসাব ও নিরীক্ষা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান ৭(২)(গ) তে বর্ণিত "ফরম-খ" অনুসারে প্রণীত ও দাখিলকৃত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিলের এপ্রিল, মে ও জুন ২০২১ মেয়াদের ১টি ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যয়ের পরিমাণ ৯৮,৪৮,৪৫১/- (আটানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত একান্ন) মাত্র পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়।

(খ) ত্রৈমাসিক ব্যয় বিবরণী অনুমোদনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ব্যয় বিবরণী উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে সম্পাদিত সহযোগিতা চুক্তির মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং নতুনভাবে সম্পাদনযোগ্য চুক্তির বিষয় অনুমোদন

আলোচনা: সভাকে জানানো হয় যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সম্মতির আলোকে গত ২৭/০৪/২০২১ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে ০৬ মাস (০১ মে ২০২১ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২১) ব্যাপী সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে চুক্তি অনুসারে ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণে মানসম্মত খাদ্যের (বিশেষ করে খোলা ভোজ্য তেল ও খোলা লবণ) বিষয়টি নিশ্চিতকরণে বাজার তদারকি কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণার্থে একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি (Oversight Committee) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও চুক্তির আলোকে খাদ্য পণ্যের নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে "সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ভোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ০৪ (চার) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, কোভিড-১৯ প্রাদূর্ভাবের কারণে সহযোগিতা চুক্তিতে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা প্রয়োজন (No cost extension)। এ বিষয়ে GAIN লিখিতভাবে সম্মতি প্রদান করেছে মর্মেও সভাকে অবগত করানো হয়।

এছাড়াও পরিষদ সচিব সভাকে জানান যে, চলমান সহযোগিতা চুক্তির ধারাবাহিকতায় ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণে মানসম্মত খাদ্যের (বিশেষ করে খোলা ভোজ্য তেল ও খোলা লবণ) বিষয়টি নিশ্চিতকরণে GAIN জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে আগামী ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছর কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BSTI এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। GAIN প্রেরিত প্রস্তাব জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ইতিবাচক ও ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক। প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ (No cost extension) এবং চলমান চুক্তির ধারাবাহিকতায় ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছর ব্যাপী সম্পাদনযোগ্য সহযোগিতা চুক্তির বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ০৬ মাস (০১ মে ২০২১ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২১) ব্যাপী চলমান সহযোগিতা চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত (No cost extension) করার বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

(খ) চলমান চুক্তির ধারাবাহিকতায় আগামী ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছর ব্যাপী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) এর মধ্যে যৌথভাবে কর্মসম্পাদনের বিষয়টিও পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৭: ক্যাব কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের 'ভোক্তা অধিকার শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম' বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে 'ভোক্তা অধিকার শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম' পরিচালনার জন্য কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রতি অর্থবছরে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কে ১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ) টাকা প্রদানের বিষয়ে পরিষদ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) গত ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে 'ভোক্তা অধিকার শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আর্থিক অনুদান বাবদ ২৩,৩৭,৮৬৫/- (তেইশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত পঁয়ষট্টি) টাকা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে ক্যাবকে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় পরিষদ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে ক্যাবের ফান্ডে ২১,০০,০০০/- (একুশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-৮: বিবিধ

(ক)

আলোচনা: পরিষদ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব ফেরদৌস আহমেদ আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন।

সিদ্ধান্ত: জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের কারিগর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাদার অব হিউম্যানিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(খ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে মোবাইল ফোন ভাতা প্রদান

আলোচনা: পরিষদের সম্মানিত সদস্য ও সাবেক সচিব জনাব মোঃ আবদুল মালেক মিয়া ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণে যোগাযোগের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে মোবাইল ফোন ভাতা প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে পরিষদ সচিব সভাকে জানান যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৮ অনুসারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের (বিএসটিআই, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও জেলা ক্যাব এর প্রতিনিধি, জেলা বাজার কর্মকর্তা) সহায়তায় বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সমন্বয়ের জন্য কর্মকর্তাগণের সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও কর্মকর্তাগণ ভোক্তা কর্তৃক দায়েরকৃত লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করেন থাকেন। অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনে অভিযোগকারী এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ইতোমধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক সকল কর্মকর্তাকে মোবাইল ফোনের সিম (SIM) প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল ফোনের ব্যয় কর্মকর্তাগণ বর্তমানে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাহ করে আসছেন। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল থেকে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে মোবাইল ফোন ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে প্রদানের প্রস্তাব করেন। মোবাইল ফোন ভাতা প্রদানের বিষয়টি পরিষদ সদস্যবৃন্দ যুক্তিযুক্ত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখার স্বার্থে নভেম্বর ২০২১ মাস থেকে **জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ তহবিল** থেকে প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে মোবাইল ফোন ভাতা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় **(কর্মকর্তাদের তালিকা-পরিশিষ্ট গ)**।

(গ) পরিষদের সম্মানিত সদস্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার জনাব কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ ভোক্তা-অধিকার সুরক্ষায় তাঁর অংশিদারিত্বের কথা উল্লেখ করে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। অধিক হারে প্রচারণা কার্যক্রম চালানোর উপর গুরুত্বারোপ করে পরিষদ সদস্য মিসেস প্রীতি চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক জনাব সিদ্দিকুর রহমান সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। জীবন রক্ষাকারী ঔষধসহ পণ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

পরিষদের অপর সম্মানিত সদস্য বিশিষ্ট সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী ও বীমা ব্যক্তিত্ব শেখ কবির হোসেন উল্লেখ করেন যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিষদ সচিব জনাব বাবলু কুমার সাহা তাঁর কর্মকালে ভোক্তা স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবনে এটি তাঁর শেষ পরিষদ সভা মর্মে জেনেছেন। একারণে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জনাব সাহার সুস্বাস্থ্য কামনাসহ তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ বলেন যে, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ একটি জনবান্ধব ও জোরালো আইন। তিনি আরও বলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি যোগাযোগের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিনত হয়েছে। একইসাথে ই-কমার্স তথা প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনলাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে বেশি। তাই এক্ষেত্রে তিনি বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রয়োজনে আইন সংশোধনের বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ভোক্তা স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বলেন যে, কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাবকালে প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তাদের কার্যক্রম চলমান রেখেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ই-কমার্স নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি ভোক্তাদের সচেতন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সচিব ও অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালকের আয়োজনে এটি সর্বশেষ সভা। তাঁর সময়ে অধিদপ্তরের কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় অধিকতর দৃশ্যমান হয়েছে। এজন্য তিনি মহাপরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ অধিদপ্তরের বর্তমান কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখতে অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(টিপু মুনশি)
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৩তম সভায় সম্মানীত সদস্যগণের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (ভবন নং-৩, কক্ষ নং-৩০৮, ৪র্থ তলা)

ক্র:নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	সেল ফোন ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	তপন কান্তি ঘোষ সচিব	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		[signature]
২	চেমন আরা তৈয়ব চেয়ারম্যান	জাতীয় মহিলা সংস্থা	01819842904	[signature]
৩	মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ ডন সহ-সভাপতি	এফবিসিসিআই	01713007127	[signature]
৪	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা: [illegible] সদস্য	সাবেক সচিব	[illegible]	[signature]
৫	সুবোল বোস মনি অতিরিক্ত সচিব	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	01712-749920	[signature]
৬	মো: ফরহাদ হোসেন উপ-পরিচালক, [illegible]	এনএসআই	01670467669	F. Hossain 27.9.21
৭	মো: আবু [illegible] অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	01714476491	[signature] 27.9.21
৮	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ড.র. যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	01916039027	[signature] 27.9.21
৯	[illegible]	ক্যাব	01713109997	[signature] 27.9.21
১০	মোহাম্মদ উল্ল্যা বিপিএম, পিপিএম AIG(OPS-2), PHQ	PHQ	01320000216	[signature] 27.9.21

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৩তম সভায় সম্মানীত সদস্যগণের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (ভবন নং-৩, কক্ষ নং-৩০৮, ৪র্থ তলা)

ক্র:নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	সেল ফোন ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	তন্ময় দাস যুগ্ম সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01712-747444 dastanmoy01@gmail.com.	[signature]
১২	শাহিনা খাতুন যুগ্মসচিব	ই এম আরডি	01718380457 shaheenakhatun37@gmail.com	[signature]
১৩	ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার মহাপরিচালক (গ্রেড-১)	বিএসটিআই	01712-235798	[signature] 27.9.2021
১৪	(ডা: মিফিজুর রহমান	সদস্য)	01711-523181	Rahman
১৫	ফেরদৌস আহমেদ	সংস্কৃতিকর্মী কণ্ঠশিল্পী	01713007003	[signature]
১৬	মোহঃ খালিদ সাইফুল আমিন উপ-সচিব	জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	01715201314 fs16@mhapd.gov.bd	[signature]
১৭	প্রীতি চক্রবর্তী চেয়ারম্যান/Director FBCCI	ইউনি মার্কেট [illegible]	01841038833 PritiChakraborty62@gmail.com	[signature]
১৮	বাবলু কুমার সাহা মহাপরিচালক	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	01767-986566	[signature] 27.09.2021
১৯	শেখ কবির হোসেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, ব্যবসায়ী ও বীমা ব্যক্তিত্ব	[illegible] লি:		অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম) এ সংযুক্ত
২০	কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:		অনলাইন প্লাটফর্ম (জুম) এ সংযুক্ত

Zoom Meeting
Sheikh Kabir Hossain
DNCRP HQ
Qazi Akramuddin Ahmed
Activate Windows
Type here to search
91°F Haze
ENG
US
1:31 PM
9/27/2021

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৩ তম সভায় উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী, সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ২৩ তম সভায় উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী, সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ